

OUTSIDE ROOM

The Room That Isn't One Of The Ten



Gillette-এর বাইরের ঘর

যে ঘর দশটির একটিও নয়

আমি লিখেছিলাম এক গ্রাম্য গাথা, বুদ্ধিজীবীসুলভ নয়, কারণ আমার স্কুলের বিদ্যায় অন্য কিছু সম্ভব ছিল না। ইতালীয় ভাষায় 10-এ 4 পেয়ে আমি ডিপ্লোমাটা কোনোমতে জোগাড় করতে পেরেছিলাম খেলাধুলোর কৃতিত্ব, এক নারী আর এমন এক প্রিন্সিপালের কল্যাণে, যিনি উপহার পাওয়া আমার পাঁচ লিটার ওয়াইনের কদর করেছিলেন।

হাহাহাহা।

আমি মানুষকে মনের একটা ব্যায়াম দিতে চেয়েছিলাম, আর তার জন্য কোনো ডিগ্রি বা পিএইচডি লাগত না। দশটা ঘর বানিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম প্রত্যেকের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ করে দিয়েছি; কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে টের পেলাম, কিছু একটা বাইরে ফেলে এসেছি।

কী?

আমাকে।

আমার খুঁত, আমার বদভ্যাস, আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, ছলনার দিকগুলো, আমার অল্পেই আঁতে ঘা লাগা, শোধ তোলার ইচ্ছে, একটা ছাঁচের ভেতরে পুরে রাখা উদ্ভটত্ব, আর তারপর সেই অভ্যাস — আদতে আকর্ষণীয় কিছু না হয়েও সারাক্ষণ মনোযোগ পেয়ে যাওয়া; আর সেটা বরাবর আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

হ্যাঁ, আমার পাশে সব সময় কেউ না কেউ থাকত, যে আমাকে রাস্তা দেখাতে চাইত, কী কী করা উচিত, কীভাবে করা উচিত, কেন করা উচিত, যেন আমাকে কোনো কিছুতে দীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু আমি তো কোনো ধর্মীয় সংঘে ছিলাম না, আধ্যাত্মিক সংঘেও না। আমি ছিলাম আমার নিজের জীবনের ভেতরে, যেখানে কিছু শিখতে হওয়াটা যুক্তিসংগত ছিল, কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে, সেটা অন্যের বলে দেওয়াটা নয়।

আর টেনে লম্বা না করি, কারণ প্রত্যেক পাঠকই ক্লান্ত হয় আর শেষটা জানতে চায়। হয়তো একদিন আমি গল্পের শুরুতেই শেষটা লিখতে আরম্ভ করব, তাতে সবাই বুঝবে যে শেষটাই একমাত্র সত্যিকারের শুরু।

হাত গুটিয়ে মরণের অপেক্ষায় বসে থাকার আগে আমি বরাবর খুঁজে যাব মরার আদর্শ জায়গাটা। কিন্তু বিশ্বাস করো, এত বাছাই আর এত সম্ভাবনার ভিড়ে এক নারীর বাহুডোরের চেয়ে ভালো জায়গা আমি খুঁজে পাই না। সে আমার না হলেও কিছু যায় আসে না। ও নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

হাহাহাহাহা।

ওটাই সেরা জায়গা, যেখান থেকে সবকিছুর উৎপত্তি আর যেখানে সবকিছুর শেষ। কিন্তু একটা লেখার মতো
অবিস্মরণীয় কেউ কখনও হয়ে ওঠে না।

ফের্দিনান্দো

পুনশ্চ: আমি এক কথার মানুষ, আর মেয়েরা তা চিনে নেয়; কয়েকটা নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সের খামতি তাতেই পুষিয়ে যায়।